রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

# বাংলাদেশ গেজেট

**অতিরিক্ত সংখ্যা**

**কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত**

**বৃহস্পতিবার, আগস্ট ২২, ২০২৪**

**[একই নম্বর ও তারিখে প্রতিস্থাপিত]**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়**

**পরিবেশ-২ শাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ : ২৩ আষাঢ় ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০৭ জুলাই ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **২২.০০.০০০০.০৭৩.০৫.০০৮.১৯.২৩৮**—উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, সরকার 'জাতীয় জীবনিরাপত্তা নীতি, ২০২৪' অনুমোদন করেছেন। তা এতদ্বারা প্রকাশ করা হলো।

২। জাতীয় জীবনিরাপত্তা নীতি, ২০২৪ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**নাজনীন পারভীন**
উপসচিব।



**মূল্য :** টাকা ২০.০০

## জাতীয় জীবনিরাপত্তা নীতি ২০২৪

### ১. প্রস্তাবনা ও প্রেক্ষিত :

১.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনস্বাস্থ্য ও জনগণের পুষ্টিপূরণকে প্রাথমিক গুরুত্ব প্রদান করিয়া "পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন" এর বিষয়টি সংবিধানের ১৮ক অনুচ্ছেদে অর্ন্তভুক্ত করিয়া রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নের জন্য কৃষি, খাদ্য, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আধুনিক জীবপ্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার অপরিহার্য। এই লক্ষ্যে গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোতে জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম (জিএমও)/লিভিং মডিফাইড অর্গানিজম (এলএমও) কৃষি পণ্যের উপর গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। জাতিসংঘ জীববৈচিত্র্য সনদের আওতায় গৃহীত কার্টাহেনা প্রোটোকল অন বায়োসেফটির (Cartagena Protocol on Biosafety) সদস্য দেশ হওয়ায় জীবপ্রযুক্তির নিরাপদ প্রয়োগে জীবনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় আইনগত, প্রশাসনিক ও অন্যান্য নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১৭ প্রণয়ন করা হইয়াছে। জীববৈচিত্র্য এবং মানবস্বাস্থ্যের উপর জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম (জিএমও) অথবা লিভিং মডিফাইড অর্গানিজম (এলএমও) এর ঝুঁকি মোকাবেলায় কার্যকর জীবনিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত কাঠামো সৃষ্টি ও প্রয়োগের বিষয়টি জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮-তে গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হইয়াছে। জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮-তে কৃষিতে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগ এবং উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ আইন ২০১১-তে জীবনিরাপত্তার জন্য জিএমও অথবা এলএমও'র ঝুঁকি বিশ্লেষণের বিষয়টি উল্লেখ রহিয়াছে। দেশে আধুনিক জীবপ্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ ও মানবস্বাস্থ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করিবার জন্য জীবনিরাপত্তা নীতি প্রণয়নের বিষয়টি সরকারের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। "জাতীয় জীবপ্রযুক্তি নীতি ২০১২"-এর মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন এবং টেকসই পরিবেশসহ দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে জীবপ্রযুক্তির সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য বাংলাদেশ সরকার গুরুত্ব প্রদান করিয়াছে। "জাতীয় জীবপ্রযুক্তি নীতি ২০১২ কর্মপরিকল্পনা" এর অনুচ্ছেদ ৫.৬: পরিবেশ জীবপ্রযুক্তির অধীনে কৌশলগত কার্যক্রমসমূহের (৫.৬.১ হতে ৫.৬.৪) বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থা হিসাবে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে পরিবেশ অধিদপ্তর কাজ করিতেছে।

১.২ জীবনিরাপত্তা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে গঠিত National Committee on Biosafety (NCB) কাজ করিতেছে। এনসিবিকে সহায়তা করিবার জন্য টেকনিক্যাল কমিটি হিসাবে পরিবেশ অধিদপ্তরে গঠিত Biosafety Core Committee (BCC) কাজ

করিতেছে। পরবর্তীকালে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরে Institutional Biosafety Committee (IBC) এবং Field level Biosafety Committee (FBC) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জীবনিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে জাতীয় জীবনিরাপত্তা কর্মকাঠামো ২০০৬ ও বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা নির্দেশিকা ২০০৮ প্রণয়নের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা ২০১২ কার্যকর করিয়াছে। ইহার মাধ্যমে জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগে উদ্ভাবিত পণ্যের যে কোনো ব্যবহার, যেমন: আন্তঃদেশীয় চলাচল, গবেষণাগারে পরীক্ষা, নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষণ, আবদ্ধ মাঠ-পরীক্ষা, উন্মুক্ত মাঠ-পরীক্ষা, পরিবেশে অবমুক্তি, ট্রানজিট ইত্যাদি কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হইবে। এই প্রক্রিয়াকে আরো দৃঢ়ীকরণের লক্ষ্যে জীবনিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে সুসংগতভাবে পরিচালিত করিবার জন্য ইতোমধ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরে একটি জিএমও ডিটেকশন ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

১.৩ বিশ্বের ক্রমক্ষয়িষ্ণু জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারে যুগান্তকারী দলিল হিসাবে গৃহীত Kunming Montreal Global Biodiversity Framework-এর ১৭তম টার্গেট (Adverse Impact Biotechnology) বাস্তবায়নে জীবনিরাপত্তা নীতি ও আইনগত কাঠামো তৈরির বিষয়টিকে উক্ত ডক্যুমেন্টের ১৪তম টার্গেট (Integrate Biodiversity in decision making at every level)-এ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। যাহা বাস্তবায়নে বৈশ্বিক সহায়তার বিষয়টিও উল্লেখ রহিয়াছে। অপরদিকে, One Health Concept অনুযায়ী মানবস্বাস্থ্য সুরক্ষায় সকল প্রাণী, উদ্ভিদ ও পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের পারস্পরিক যোগসূত্র থাকায় পরিবেশের যে কোনো একটি উপাদানের পরিবর্তন অন্য উপাদানের স্বাস্থ্যকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। তাই যে কোনো জীবের জীনগত পরিবর্তনজনিত ব্যবহারে উদ্ভূত বিরূপ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে জীবনিরাপত্তা নিশ্চিত করা আবশ্যক।

১.৪ বাংলাদেশে জীবপ্রযুক্তি নীতি থাকায় জীবপ্রযুক্তি উদ্ভাবিত উপাদানের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করিতে জীবনিরাপত্তা নীতি থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ, জীবনিরাপত্তা বিষয়ে সরকারের নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং জিএমও ও এলএমও ব্যবহারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কী ধরনের জীবনিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে হইবে সেই বিষয়গুলোকে জাতীয় নীতি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হইলে জাতীয় জীবনিরাপত্তা কর্মকাঠামো ২০০৬, বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা ২০১২ ও জীবনিরাপত্তা নির্দেশিকা ২০০৮ বাস্তবায়নের গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পাইবে। তদুপরি, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জীবনিরাপত্তা বাস্তবায়নে দেশের প্রাতিষ্ঠানিক, কাঠামোগত ও মানবসম্পদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কারিগরি ক্ষেত্রে জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হইবে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ও ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশের খাদ্য, স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জাতীয় জীবনিরাপত্তা নীতি প্রণয়নের বিষয়টি সরকারের সুদূরপ্রসারি দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ হিসাবে প্রতীয়মান হইয়াছে।

২. **জাতীয় জীবনিরাপত্তা নীতির পরিধি (Scope of National Biosafety Policy)** : জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম (জিএমও) অথবা লিভিং মডিফাইড অর্গানিজম (এলএমও)-এর আধুনিক জীবপ্রযুক্তির ব্যবহারে কার্টাহেনা প্রোটোকল অন বায়োসেফটি (Cartagena Protocol on Biosafety) অনুসারে জীবনিরাপত্তা নীতির পরিধি হইবে নিম্নরূপ:

২.১ জিএমও/এলএমও-এর গবেষণাগারে পরীক্ষণ থেকে শুরু করে উন্মুক্ত পরিবেশে অবমুক্তির ক্ষেত্রে মানবস্বাস্থ্য, প্রাণিস্বাস্থ্য, জীববৈচিত্র্য, পরিবেশের উপর ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;

২.২ আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক ঝুঁকি (Socio Economic and ethical Risk) নিরূপণ;

২.৩ জিএমও/এলএমও পণ্য বা সামগ্রী আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;

২.৪ জিএমও/এলএমও সম্পর্কিত কার্যক্রম যুক্ত রয়েছে এমন স্থানের (Facility) নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; এবং

২.৫ জীবনিরাপত্তা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৩. **জাতীয় জীবনিরাপত্তা নীতির মূলনীতি (Principles) :**

৩.১ এই নীতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫, বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১৭ এবং জাতিসংঘ জীববৈচিত্র্য সনদের লক্ষ্য ও উদ্দেশের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে।

৩.২ আধুনিক জীবপ্রযুক্তি উদ্ভাবিত পণ্য (product) ও অনুশীলন (practice)-গুলোর আমদানি, রপ্তানি, ব্যবহার, বাণিজ্যিকীকরণ এবং আন্তঃসীমানা চলাচল বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে।

৩.৩ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে আধুনিক জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার এবং এর টেকসই নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার (sustainable regulation) মধ্যে উপযুক্ত ভারসাম্য বজায় রাখা হইবে।

৩.৪ বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে আধুনিক জীবপ্রযুক্তির নিরাপদ অনুশীলন (practice), ব্যবহার ও প্রয়োগ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে অন্যান্য দেশের সহিত পারস্পরিক সহযোগিতা (collaboation) স্থাপন করা হইবে।

৩.৫ আধুনিক জীবপ্রযুক্তি অথবা এ ধরনের প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভাবিত জিএমও ও জিএমও পণ্য পূর্বসতর্কতামূলক নীতির (Precautionary approach) ভিত্তিতে ব্যবহৃত হইবে।

৩.৬ আধুনিক জীবপ্রযুক্তি এবং এ ধরনের প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভাবিত জিএমও পণ্যগুলোর নিরাপদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ তথা National Committee on Biosafety (NCB) স্বচ্ছ ও বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে (scientifically sound manner) পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য, সংস্কৃতি এবং আর্থ-সামাজিক বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে বিবেচনায় নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

৩.৭ National Committee on Biosafety (NCB) এমন কোনো আধুনিক জীবপ্রযুক্তি পণ্য এবং পদ্ধতির ব্যবহারকে আমদানি, রপ্তানি এবং আন্তঃসীমা চলাচলের জন্য অনুমতি প্রদান বা অনুমোদন করিবে না যাহা জীবনিরাপত্তা বিধিমালা ২০১২, জীবনিরাপত্তা নির্দেশিকা ২০০৮ এবং এতদসংশ্লিষ্ট অন্য কোনো প্রতিষ্ঠিত আইন ও বিধি অনুযায়ী ন্যূনতম জীবনিরাপত্তার মান (minimum biosafety standard যেমন: বায়োসেফটি লেভেল ১) পূরণ করে না।

৩.৮ National Committee on Biosafety (NCB) জিএমও/এলএমও-এর গবেষণা ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট আবেদন অনুমোদনের পূর্বে যথাযথভাবে জিএমওর ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করিবে।

**৪. জাতীয় জীবনিরাপত্তা নীতির শিরোনাম, পলিসি স্টেটমেন্ট, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য :**

৪.১ **শিরোনাম:** এই নীতি "জাতীয় জীবনিরাপত্তা নীতি ২০২৪" নামে অভিহিত হইবে।

৪.২ **পলিসি স্টেটমেন্ট (Policy Statement) :**

বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের স্বার্থে টেকসই উন্নয়নের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ বাংলাদেশের অন্যান্য জাতীয় নীতি এবং পূর্বসর্তকতামূলক নীতির (Precautionary approach) ভিত্তিতে আধুনিক জীবপ্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে জাতীয় জীবনিরাপত্তা নীতি ২০২৪ সরকারের অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করিবে। জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম (জিএমও) অথবা লিভিং মডিফাইড অর্গানিজম (এলএমও) এবং জিএমও উদ্ভাবিত পণ্যের হস্তান্তর ও ব্যবহার সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়াদি এই নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে।

**৪.৩ লক্ষ্য (Goal) :** কৃষি, খাদ্য, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও শিল্প উন্নয়নে আধুনিক জীবপ্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম (জিএমও)/লিভিং মডিফাইড অর্গানিজম (এলএমও)-এর পরিবেশ ও স্বাস্থ্যঝুঁকি নিরূপণপূর্বক সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব (Potential Adverse Impact) হইতে পরিবেশ, মানব ও প্রাণিস্বাস্থ্য এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা।

**৪.৪ জাতীয় জীবনিরাপত্তা নীতির উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives)**

(ক) মানবস্বাস্থ্য, প্রাণিস্বাস্থ্য জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ, কৃষিপণ্য, খাদ্যপণ্য, পশুখাদ্য, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে জিএমও ও এলএমও-এর গবেষণা ও উন্নয়ন, হস্তান্তর, পরিবহন, আমদানি, রপ্তানি, এবং অন্যান্য ব্যবহারের সময় জিএমও ও এলএমও-এর সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিকূল প্রভাব (Potential Adverse Impact) মুক্ত (Prevented), হ্রাস (minimize) অথবা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা (manage);

(খ) জিএমও ও এলএমও শনাক্তকরণ এবং ঝুঁকি নিরূপণের জন্য মানসম্পন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও মানবসম্পদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা ও সুযোগ সৃষ্টি করা;

(গ) জিএমও/এলএমও পণ্যের লেবেলিং নিয়ন্ত্রণ;

(ঘ) কার্টাহেনা প্রোটোকল অন বায়োসেফটি এবং আন্তর্জাতিক বিধিবিধানের সাথে সঙ্গতি রেখে জিএমও/এলএমও এর কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা;

(ঙ) আধুনিক জীবপ্রযুক্তির ব্যবহারে উদ্ভূত জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় উপযুক্ত কর্মকৌশল (Mechanism) প্রতিষ্ঠা;

(চ) জিএমও/এলএমও বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জীবনিরাপত্তা সম্পর্কিত আর্থ-সামাজিক এবং নৈতিক বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেওয়া;

(ছ) জীবনিরাপত্তা সম্পর্কিত কার্যক্রমে, তথ্য প্রবাহ (Flow of information), নেটওয়ার্কিং, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা ।

**৫. জীবনিরাপত্তা নীতির বাস্তবায়ন কৌশল (Implementation Strategy) :**

কার্টাহেনা প্রোটোকল অন বায়োসেফটি (Implementation Strategy of Cartagena Protocol on Biosafety) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী উপযুক্ত জাতীয় কর্তৃপক্ষ (Competant National Authority) হিসাবে পরিবেশ অধিদপ্তর বাংলাদেশে জীবনিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে। পরিবেশ অধিদপ্তর জাতীয় জীবনিরাপত্তা নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাযথ সমন্বয় এবং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় এবং পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধান নিশ্চিত করিবে। বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা নির্দেশিকা ২০০৮-এ বর্ণিত জাতীয় জীবনিরাপত্তা কমিটি, জীবনিরাপত্তা কোর কমিটি, মাঠ পর্যায়ের জীবনিরাপত্তা কমিটি, প্রাতিষ্ঠানিক জীবনিরাপত্তা কমিটি কার্যকর করিবে এবং জীবনিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, বিজ্ঞানী এবং গবেষকবৃন্দকে মানবস্বাস্থ্য, প্রাণিস্বাস্থ্য এবং জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করিবে।

**উদ্দেশ্যভিত্তিক জাতীয় জীবনিরাপত্তা নীতি বাস্তবায়নের কৌশল:**

**৫.১ উদ্দেশ্য (ক) মানবস্বাস্থ্য, প্রাণিস্বাস্থ্য, জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ, কৃষিজ পণ্য, খাদ্যপণ্য পশুখাদ্য, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে জিএমও/এলএমও-এর গবেষণা ও উন্নয়ন, হস্তান্তর, পরিবহন, আমদানি, রপ্তানি, এবং অন্যান্য ব্যবহারের সময় জিএমও/এলএমও-এর সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব মুক্ত রাখা (Prevented), হ্রাস করা (minimized) অথবা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা (manage)।**

৫.১.১ জিএমও/এলএমও বা জিএমও/এলএমও পণ্যের যে কোনো ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবেশ, মানবস্বাস্থ্য, প্রাণিস্বাস্থ্য এবং জীববৈচিত্র্যের উপর সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাবের ঝুঁকি চিহ্নিতপূর্বক তাহা কমাইতে হইবে। জীবনিরাপত্তা বিধি-বিধান অনুযায়ী ঝুঁকি

নিরূপণ, ঝুঁকি মূল্যায়ন, ব্যবস্থাপনা এবং ঝুঁকি বিষয়ক তথ্য অবহিতকরণ (Risk Communication) কার্যক্রম পরিচালিত হইবে এবং বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

৫.১.২ National Committee on Biosafety (NCB) এর অনুমোদন গ্রহণ ব্যতিরেকে কোনো জিএমও/এলএমও চূড়ান্তভাবে পরিবেশে অবমুক্ত বা বাজারজাত করা যাইবে না। বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা নির্দেশিকা ২০০৮ ও বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা ২০১২-এর আলোকে জীবনিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় কমিটি পরিবেশে (Environmental release) জিএমও/এলএমও অবমুক্তির বিষয়টি বিবেচনা করিবে।

৫.১.৩ জাতীয় জীবনিরাপত্তা কমিটি কর্তৃক পরিবেশে অবমুক্তির আবেদন অনুমোদনের ক্ষেত্রে জিএমও/এলএমও-র বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যেসব ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য হইবে সেই রকম (Case-by-Case) চাষাবাদের নিয়ম-পদ্ধতিতে শস্য ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলি বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা নির্দেশিকা ২০০৮ ও বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা ২০১২-এর আলোকে আরোপ করিবে।

৫.১.৪ ঝুঁকি নিরূপণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উপর (Case-by-Case) নির্দেশিকা প্রণয়ন; জীবনিরাপত্তা বিষয়ে ঝুঁকি নিরূপণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট ডাটাবেজ তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকিবে।

৫.১.৫ পরিবেশ, মানব ও প্রাণিস্বাস্থ্য এবং জীববৈচিত্র্যের উপর জিএমও/এলএমও-এর সম্ভাব্য ঝুঁকি অবমুক্তি পরবর্তীকালে সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ পরিবীক্ষণ করিবে।

৫.১.৬ স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত অথবা আমদানিকৃত জিএমও/এলএমও Food, Feed and Processing (FFP) হিসাবে সরাসরি ব্যবহারের জন্য নিরাপদে পরিচালনা করিতে হইবে। FFP হিসাবে সরাসরি ব্যবহারের জন্য আমদানি করা জিএমও/এলএমও-এর ঝুঁকি কার্টাহেনা প্রোটোকলের এনেক্স-III-তে বর্ণিত ঝুঁকি মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুযায়ী হইবে এবং এনেক্স-II এ প্রয়োজনীয় উল্লিখিত তথ্যাদি প্রদান করিতে হইবে।

৫.১.৭ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুধুমাত্র জিএমও/এলএমও-এর আন্তঃসীমান্ত চলাচলের ক্ষেত্রেই নয়, দেশে স্থানীয় জীন প্রকৌশল শিল্পের কার্যক্রমের ক্ষেত্রেও বাস্তবায়িত হইবে।

৫.১.৮ জিএমও/এলএমও-এর আমদানি, রপ্তানি ও আন্তঃদেশিয় চলাচল নিয়ন্ত্রণে ঝুঁকি সম্পর্কিত বিধি-বিধান প্রণয়ন ও হালনাগাদ করিবে।

৫.২ **উদ্দেশ্য (খ) জিএমও/এলএমও শনাক্তকরণ এবং ঝুঁকি নিরূপণের জন্য মানসম্পন্ন অবকাঠামোগত সুবিধা, মানবসম্পদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা ও সুযোগ সৃষ্টিকরণ**

৫.২.১ আধুনিক জীন প্রকৌশল গবেষণা এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত গবেষণাগার বা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় জীবনিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাথে নিবন্ধিত হইতে হইবে।

৫.২.২ যেসব জাতীয় পরীক্ষাগারসমূহ জিএমও/এলএমও ও জিএমও/এলএমও সংশ্লিষ্ট পণ্যের পরীক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়ন করতে সক্ষম সেগুলোর স্বীকৃতিকরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৫.২.৩ জীবনিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার জন্য ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনগত সক্ষমতা প্রতিষ্ঠাকরণ অপরিহার্য বিধায় প্রতিষ্ঠানসমূহে ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং উপযুক্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের সক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা হইবে। জীবনিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি সংস্থার জন্য প্রয়োজনীয় উন্নত প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং প্রশিক্ষিত মানব সম্পদ তৈরির উদ্যোগ নিতে হইবে।

৫.২.৪ পরিবেশ অধিদপ্তর জীবনিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নে জীবনিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় কমিটিকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে বিধায় দেশে জীবনিরাপত্তা কার্যক্রম সমন্বয় এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ অধিদপ্তরে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষিত জনবল দিয়ে একটি জীবনিরাপত্তা শাখা স্থাপন করিবে। জিএমও শনাক্তকরণ এবং বিশ্লেষণে পরিবেশ অধিদপ্তরে যে ল্যাব স্থাপন করা হইয়াছে তাহা পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবল দ্বারা পরিচালনা করিতে হইবে।

৫.২.৫ জীবপ্রযুক্তির গবেষণা এবং উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজস্ব জীবনিরাপত্তা অনুশীলনকে প্রাধান্য দিবে এবং এ কাজকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করিবে।

৫.২.৬ জীবনিরাপত্তা চর্চাকে উৎসাহিত করিবার জন্য সরকার আধুনিক জীবপ্রযুক্তির নিরাপদ গবেষণা ও উন্নয়নে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা প্রণয়ন করিবে এবং এইগুলো সকলের জন্য উন্মুক্ত করিবে।

৫.২.৭ জিএমও/এলএমও-এর নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সকল উন্নয়ন কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সরকার সহায়তা প্রদান করিবে।

৫.২.৮ সরকার জীবনিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে ঝুঁকি শনাক্তকরণ (risk identification), ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (risk management), ঝুঁকি মূল্যায়ন (risk assessment), ঝুঁকি প্রশমন (risk mitigation) এবং ঝুঁকি তথ্য অবহিতকরণ (risk communication) বিষয়ে প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরি করিবে।

৫.২.৯ জিএমও/এলএমও শনাক্তকরণ, পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যঝুঁকি মূল্যায়ন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রভাব সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানোর লক্ষ্যে "প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ" কর্মসূচির প্রসার করিতে হইবে।

৫.২.১০ দেশের বন্দরসমূহে কর্মরত কাস্টমস, সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, বন কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের হ্যান্ডলিং, পরিবহন, প্যাকেজিং এবং শনাক্তকরণের নিয়মনীতি প্রয়োগ করিবার সক্ষমতা অর্জন করিতে হইবে। জিএমও জাহাজীকরণ (Shipment) এর সময়ে ডকুমেন্ট যাচাই এবং ব্যবহারের জন্য মানসম্মত ফরম এবং চেকলিস্ট প্রণয়ন করা এবং এ বিষয়ে সক্ষমতা সৃষ্টি করিবে।

৫.২.১১ জীবনিরাপত্তা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা ও বিজ্ঞানী গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রসার করিবে। উক্ত ক্ষেত্রসমূহে জীবনিরাপত্তা সম্পর্কিত উচ্চতর গবেষণা এবং বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান করিবে।

৫.২.১২ জীবনিরাপত্তা বিষয়ে দূরশিক্ষণসহ অনলাইন এবং ইন্টারেক্টিভ ই-লার্নিং মডিউলে শিক্ষণের সুযোগ সর্বোচ্চ পর্যায়ে রাখিতে হইবে।

৫.২.১৩ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে জীবনিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অংশগ্রহণ করিবার লক্ষ্যে সেমিনার, কর্মশালাসহ প্রশিক্ষণ আয়োজন করিবে।

৫.২.১৪ বাজারে জিএমও/এলএমও পণ্যের অননুমোদিত প্রবেশ প্রতিহত করিবার জন্য খাদ্য, উদ্ভিদ, প্রাণী এবং আমদানিকৃত পণ্যগুলির জিএমও শনাক্তকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সক্ষমতা তৈরি করিবে।

৫.২.১৫ জিএমও/এলএমও সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বিনিময়ের সুবিধা সংশ্লিষ্ট আধুনিক তথ্যভান্ডারের জনবলকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করিবে।

**৫.৩ উদ্দেশ্য (গ) জিএমও/ এলএমও পণ্যের লেবেলিং নিয়ন্ত্রণ:**

৫.৩.১ যে কোনো জিএমও/এলএমও পণ্য দেশে আমদানি বা বাজারে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যথাযথ পরিচিতি প্রদান বা লেবেলিং করিয়া আমদানি বা বিক্রয় করিতে হইবে। লেবেলিং এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে ভোক্তাগণ নিশ্চিত হইতে পারেন যে, তাহারা জিএমও/এলএমও পণ্যই ক্রয় বা ব্যবহার করিতেছেন।

৫.৩.২ জিএমও/এলএমও গুদামজাতকরণ, আবদ্ধ ব্যবহার, পরিবহন এবং বাজারে নিরাপদ ব্যবহার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনানুসারে জিএমও/এলএমও-এর প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত রাখার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ প্রদান করিতে হইবে :

ক জিএমও/এলএমও পরিচয় এবং relevant traits বা Characteristics-তথ্য;

খ. নিরাপদ ব্যবহার, গুদামজাতকরণ, পরিবহন বা পরিচালনার জন্য নির্দেশাবলি;

গ. পরিবেশের মধ্যে অনিচ্ছাকৃত অবমুক্তি (Unintentional Release) রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলি এবং আমদানিকারক, রপ্তানিকারক, উক্ত পণ্য যাহার হেফাজত বা দায়িত্ব রহিয়াছে তাহার কর্তৃপক্ষের নাম, বিতরণকারীর নাম এবং যোগাযোগ, অথবা উহাতে অনুমোদন রয়েছে এমন কোনো কর্তৃপক্ষের তথ্যাদি।

৫.৩.৩ জিএমও/এলএমও-এর জন্য লেবেল, প্যাকেজিং এবং সাইনেজ বাংলা ও ইংরেজিতে, একটি পরিষ্কার, সুস্পষ্ট ফন্টে লিখিত বা টাইপ করিতে হইবে; কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে তা উল্লেখ করিতে হইবে যেমন—

ক) Food, Feed and Processing (FFP) হিসাবে সরাসরি ব্যবহারের উদ্দেশ্যে;

খ) নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে; এবং

(গ) পরিবেশে ইচ্ছাকৃতভাবে অবমুক্তির (Intentional Release to Environment) উদ্দেশ্যে।

৫.৩.৪ এ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ জীবনিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় কমিটির অনুমোদনক্রমে এতদসংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদ করিবে।

**৫.৪ উদ্দেশ্য (ঘ) কার্টাহেনা প্রোটোকল অন বায়োসেফটি (Cartagena Protocol on Biosafety)-এবং আন্তর্জাতিক বিধিবিধানের সাথে সঙ্গতি রেখে জিএমও/এলএমও-এর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা :**

৫.৪.১ জীবনিরাপত্তা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তির সাথে সমন্বয় রেখে দেশে জীবনিরাপত্তা সম্পর্কিত নীতি, আইন, Emergency Response Plan, মনিটরিং অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট ম্যানুয়াল প্রণয়ন করিতে হইবে।

৫.৪.২ জীবনিরাপত্তা প্রতিপালন ও বাস্তবায়নের গুরুত্ব জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং জীববৈচিত্র্য কৌশল ও কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমের সময় কার্টাহেনা প্রোটোকল অন বায়োসেফটির বিধানগুলো প্রয়োগ করা হইবে: (১) জিএমও/এলএমও-এর আন্তঃসীমান্ত চলাচল; (২) নোটিফিকেশন; (৩) শনাক্তকরণ, হ্যান্ডলিং, প্যাকেজিং এবং পরিবহন; (৪) সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি এবং সিদ্ধান্তের পর্যালোচনা (এর রেফারেন্সসহ বায়োসেফটি ক্লিয়ারিং হাউস-BCH); (৫) অনিচ্ছাকৃত (unintentional) এবং অবৈধ আন্তঃসীমান্ত চলাচল; (৬) জরুরি ব্যবস্থা; এবং (৭) ট্রানজিটকালীন ব্যবস্থা।

৫.৪.৩ জিএমও/এলএমও-এর অবৈধ আন্তঃসীমানা চলাচল রোধের ক্ষেত্রে প্রোটোকলের ২৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

**৫.৫ উদ্দেশ্য (ঙ) আধুনিক জীবপ্রযুক্তির ব্যবহারে উদ্ভূত জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় উপযুক্ত কলাকৌশল প্রতিষ্ঠা :**

৫.৫.১ বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে জিএমও/এলএমও পণ্যের এক স্থান হতে অন্য স্থানে পরিবহন, বিভিন্ন পর্যায়ে হস্তান্তর (Handling) এবং তৎপরবর্তী যে কোনো ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবেশ, মানব ও প্রাণিস্বাস্থ্য এবং জীববৈচিত্র্যের উপর কোনো ক্ষয়ক্ষতির উদ্ভব হইলে উহার দায়-দায়িত্ব এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ, নির্ধারণ এবং ক্ষতিপূরণ আদায়ের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

৫.৫.২ জিএমও/এলএমও পরিবেশে অবমুক্তির কারণে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ এবং প্রতিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জীবনিরাপত্তা কমিটি (NCB ও BCC) এর জন্য সহায়ক নির্দেশনা (Guidance) তৈরি করিতে হইবে।

৫.৫.৩ জিএমও/এলএমও-এর অভ্যন্তরীণ বা আন্তঃদেশীয় স্থানান্তর থেকে আরম্ভ করে গবেষণাগারে পরীক্ষা, আবদ্ধ পরিবেশে পরীক্ষণ, নিয়ন্ত্রিত মাঠ-পরীক্ষা, উন্মুক্ত মাঠ-পরীক্ষা, পরিবেশে অবমুক্তি, আন্তঃদেশীয় চলাচল, ট্রানজিট, বাণিজ্যিক ব্যবহার এবং জিএমও-এর মানসম্মত প্যাকেজিং, লেবেলিং এবং পরিবহনের ক্ষেত্রে জীবনিরাপত্তা নিয়মাবলি লঙ্ঘনের অভিযোগের ক্ষেত্রে কার্টাহেনা প্রোটোকল ও এতদসংক্রান্ত বিধিবিধান অনুযায়ী প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৫.৫.৪ কোনো জিএমও/এলএমও-এর আন্তঃদেশীয় চলাচল এবং পরিবেশে অবমুক্তির কারণে বাংলাদেশে পরিবেশ, মানবস্বাস্থ্য এবং প্রাণিস্বাস্থ্যের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হলে দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দায়-দায়িত্ব ও ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ এবং প্রতিকার প্রাপ্তির জন্য সরকার এ সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান প্রণয়ন, হালনাগাদ ও তাহা কার্যকর করিবে। প্রতিকার প্রাপ্তির পথ সুগম করার লক্ষ্যে নাগোয়া-কুয়ালালামপুর সাপ্লিমেন্টারি প্রোটোকল অন দি লায়াবিলিটি অ্যান্ড রিড্রেস, ২০১০ (The Nagoya-Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress-2010)-এর সদস্য হওয়ার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

**৫.৬ উদ্দেশ্য (চ) জিএমও/এলএমও বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জীবনিরাপত্তা সম্পর্কিত আর্থ-সামাজিক এবং নৈতিক বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেওয়া:**

৫.৬.১ কার্টাহেনা প্রোটোকলের (Cartagena Protocol on Biosafety)-এর ২৬ অনুচ্ছেদের অনুসরণে জিএমও/এলএমও পরিবেশে অবমুক্তির পূর্বে আর্থ-সামাজিক ঝুঁকি নিরূপণ করিতে হইবে। ঝুঁকি মূল্যায়ন করিবার সময় যেমন সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক এবং নৈতিক বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নেওয়া হইবে।

**৫.৭ উদ্দেশ্য (ছ) জীবনিরাপত্তা সম্পর্কিত কার্যক্রমে তথ্য প্রবাহ (Flow of information), নেটওয়ার্কিং, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধিকরণ :**

৫.৭.১ আধুনিক জীবপ্রযুক্তি ও জিএমও/এলএমও এবং জিএমও/এলএমও উদ্ভাবিত পণ্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে কোনো ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা, বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত এবং আইনগত তথ্য প্রতিষ্ঠিত মাধ্যমে যেমন: Biosafety Clearing House (BCH)-এর মাধ্যমে আদান-প্রদান বা প্রচার করিবে।

৫.৭.২ সরকার জীববৈচিত্র্যের টেকসই ব্যবহার, পরিবেশ, মানব এবং প্রাণিস্বাস্থ্যের উপর জিএমও/এলএমও-এর ঝুঁকি, নিরাপদ স্থানান্তর এবং ব্যবহার সম্পর্কিত জনসচেতনতা তৈরি করিবে এবং জনগণের শিক্ষা-সচেতনতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ কার্যক্রমকে উৎসাহিত করিবে।

৫.৭.৩ জিএমও/এলএমও সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে জনগণের পরামর্শ গ্রহণ এবং একটি উপযুক্ত ব্যবস্থা যেমন: Biosafety Clearing House প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ সম্পর্কিত তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার (Access to Information) নিশ্চিত করিতে হইবে।

৫.৭.৪ আধুনিক জীবপ্রযুক্তির সাথে জড়িত জীবনিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ব্যবস্থা বা নেটওয়ার্ক স্থাপন করিতে হইবে।

৫.৭.৫ জনসচেতনতা, শিক্ষা ও জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তির সাথে সংগতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য নির্দেশনা/টুলকিট বাস্তবায়নে জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করিতে হইবে।

**৬. বাস্তবায়ন সূচক:**

জাতীয় জীবনিরাপত্তা নীতি বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাস্তবায়ন সূচক নির্ধারণপূর্বক এই নীতি বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

**৭. জিএমও/এলএমও সংক্রান্ত তথ্য ভান্ডার তৈরি:**

পরিবেশ অধিদপ্তরে জিএমও/এলএমও সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বিনিময়ের সুবিধা সংশ্লিষ্ট একটি আধুনিক তথ্য ভান্ডার স্থাপন করিতে হইবে। উক্ত তথ্য ভান্ডার ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল তৈরি করিতে হইবে। জীনগত, প্রজাতিগত এবং প্রতিবেশগত বৈচিত্র্যের উপর তথ্য-উপাত্তভিত্তিক ডেটাবেজ তৈরি ও সংরক্ষণ করিতে হইবে। Biosafety Clearing House (BCH)-এ বিদ্যমান জীবনিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা কর্মসূচি/কোর্স, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একাডেমিক স্টাফ/বিশেষজ্ঞ এবং প্রশিক্ষণ উপকরণসমূহের ডাটাবেস সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।

**৮. জীবনিরাপত্তা বিষয়ক তহবিল গঠন:**

মানবস্বাস্থ্য, প্রাণিস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের উপর আধুনিক জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার অথবা এই ধরনের প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের প্রভাব বিষয়ে নিয়মিত পরিবীক্ষণ, অধ্যয়ন এবং গবেষণা কার্যকরভাবে সম্পাদনে এবং জীবনিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনায় জরুরি প্রতিক্রিয়ায় (emergency responses measures) সাড়া প্রদানের জন্য একটি জীবনিরাপত্তা তহবিল গঠন করিতে হইবে।

**৯. বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা ২০১২ ও জীবনিরাপত্তা নির্দেশিকা ২০০৮-এর প্রতিপালন** (Compliance of the Bangladesh Biosafety Rules 2012 and Biosafety Guidelines, 2008) :

বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা ২০১২ ও জীবনিরাপত্তা নির্দেশিকা ২০০৮-এ জিএমও-এর গবেষণা, উন্নয়ন, উৎপাদন, পরীক্ষা, আমদানি, রপ্তানি, আন্তঃসীমানা চলাচল, বিক্রয়, বিতরণ এবং ব্যবহার করার ক্ষেত্রে যেসব বিধি, শর্তাবলি ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে, তাহা জীবনিরাপত্তা নীতির সাথে সাংঘর্ষিক হইবে না।

**১০. পরিবীক্ষণ এবং আইন ও বিধিবিধান বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া:**

আধুনিক জীবপ্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে মানবস্বাস্থ্যের নিরাপত্তা এবং গবেষণাগারের নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে ইহার সাথে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী ও প্রতিষ্ঠানকে গবেষণা এবং উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করিবার জন্য জীবনিরাপত্তা নির্দেশিকা এবং বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে। জীবনিরাপত্তা সম্পর্কিত বিধিবিধান পরিপালন নিশ্চিত করিবার জন্য একটি কার্যকর পরিবীক্ষণ এবং আইন বাস্তবায়ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে। জিএমও সম্পর্কিত সকল কার্যক্রম নজরদারির জন্য প্রশিক্ষিত পরিদর্শক কর্তৃক পরিদর্শন এবং পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। জীবনিরাপত্তা সম্পর্কিত কার্যক্রম যথাযথ পরিবীক্ষণে এনসিবি এবং বিসিসি প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। জিএমও/এলএমও নিয়ে কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেদের কাজের জীবনিরাপত্তা তত্ত্বাবধানের জন্য একটি অভ্যন্তরীণ পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিবে।

**১১. জীবনিরাপত্তা ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদারকরণ:**

জীবনিরাপত্তা বিষয়ে গবেষণা এবং উন্নয়নে নিয়োজিত আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা হইবে। এই লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করিতে হইবে:

(ক) বাংলাদেশ যে সকল কৌলি সম্পদের উৎপত্তি কেন্দ্র বা জীববৈচিত্র্যের উৎপত্তি কেন্দ্র রয়েছে, সেগুলোর জীবতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রসার;

(খ) জীবনিরাপত্তা বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট হতে আর্থিক এবং কারিগরি সহায়তা প্রাপ্তি; এবং

(গ) জীবনিরাপত্তা বিষয়ে বিশ্বের দক্ষিণ-দক্ষিণি এবং উত্তরের সাথে দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা জোরদারকরণ।

**১২. জাতীয় জীবনিরাপত্তা নীতির সংশোধন:**

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে জীবনিরাপত্তা পদ্ধতিকে যুগোপযোগী করিবার লক্ষ্যে সরকার পাঁচ বছরের ব্যবধানে অথবা প্রয়োজনবোধে যে কোনো সময় জাতীয় জীবনিরাপত্তা নীতি হালনাগাদ করিবে অথবা যখনই নীতিটি হালনাগাদ করা সমীচীন বলিয়া প্রতীয়মান হইবে তখনই নীতি হালনাগাদ করিতে হইবে।

**১৩. জাতীয় জীবনিরাপত্তা নীতির ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ:**

এই নীতির বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) থাকিবে। বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

**১৪. শব্দকোষ :**

**কৃষি**- শস্য, ফলদ বৃক্ষ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত অন্তর্ভুক্ত।

(১) **জীবনিরাপত্তা**—জীবপ্রযুক্তির পরিবেশগতভাবে নিরাপদ প্রয়োগ নিশ্চিত করিবার জন্য যে সকল অনুসৃত নিয়ম-পদ্ধতি।

(২) **জীবনিরাপত্তা নীতি**—জীবপ্রযুক্তির নিরাপদ প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য গৃহীত নীতি ও পদ্ধতি।

(৩) **জীবনিরাপত্তা বিধিবিধান**—জীবনিরাপত্তা ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫; বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭; বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩; বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা ২০১২; বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা নির্দেশিকা, ২০০৮; জাতীয় জীবনিরাপত্তা কর্মকাঠামো ২০০৬; এবং জীবনিরাপত্তা বিষয়ে সময়ে সময়ে প্রণীত অন্যান্য বিধিবিধান।

(৪) **জীবনিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ**—বাংলাদেশে জীবনিরাপত্তা বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য জীবনিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ যথা: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (MoEFCC); পরিবেশ অধিদপ্তর (DoE); জীবনিরাপত্তা জাতীয় কমিটি (NCB); বায়োসেফটি কোর কমিটি (BCC), এবং মাঠ পর্যায়ে জীবনিরাপত্তা কমিটি (FBC); প্রাতিষ্ঠানিক জীবনিরাপত্তা কমিটি (IBC)।

(৫) **জীবপ্রযুক্তি**—এমন কোনো প্রযুক্তি যাহা প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো জীবে (উদ্ভিদ বা প্রাণি বা অণুজীব) ঐ জীব বা তাহার কোনো বুনো প্রজাতি বা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন অন্য কোনো জীব হইতে প্রাপ্ত নতুন বৈশিষ্ট্য বা বংশগতির বাহক বা জীনের অনুপ্রবেশ ঘটাইয়া নতুন কৌলিগত/জীনগত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীবের উদ্ভাবন করা হয়।

(৬) **জীবনিরাপত্তা কর্মকর্তা** (BSO)—বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা নির্দেশিকা, ২০০৮-এর অধীন ইন্সটিটিউট পর্যায়ে বায়োসেফটি অফিসার বা জীবনিরাপত্তা কর্মকর্তা যিনি প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে জীবনিরাপত্তা বিষয়গুলো বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। কার্টাহেনা প্রোটোকল অন বায়োসেফটি অনুযায়ী উপযুক্ত জাতীয় কর্তৃপক্ষের অধীন কর্মকর্তা যিনি জিএমও-র নিয়ন্ত্রিত এবং বাণিজ্যিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আমদানির প্রস্তাবের পক্ষে আবেদন অনুমোদনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

(৭) **আবদ্ধ ব্যবহার**-জিএমও/এলএমও—এর উপর গবেষণা যখন একটি আবদ্ধ পরিবেশ, যেমন: গবেষণাগারের বদ্ধ অবস্থা, বদ্ধ গ্রিনহাউজ, বদ্ধ নেটহাউজ ইত্যাদি অবকাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হয়; যাহাতে ঐ অবকাঠামো বা বদ্ধ অবস্থার বাইরের পরিবেশে ঐ জিএমও/এলএমও-এর কোনো জীনের প্রবাহ না ঘটে।

(৮) **নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা**—জিএমও/এলএমও নিয়ে গবেষণা ও উন্নয়নের এমন একটি পর্যায় যে অবস্থায় পরীক্ষাধীন জিএমও/এলএমও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বা নিয়ন্ত্রিত মাঠে আবদ্ধ থাকে যাহাতে পরীক্ষাধীন বস্তুও কোনো জিন বাইরে ছড়িয়ে পড়িতে না পারে।

(৯) **কৌলিগতভাবে/জীনগতভাবে পরিবর্তিত জীব (জিএমও)/এলএমও**—কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব বলতে আধুনিক জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগে কোনো জাতের কৌলিগত উপাদানের পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট জীব।

(১০) **জিএমও পণ্য**—জীনগত/কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব (জিএমও/এলএমও) সৃষ্ট পণ্যসমূহকে দুইটি শ্রেণিতে ভাগ করা যাইতে পারে (ক) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় জিএমও/এলএমও ব্যবহার করা হয়; কিন্তু প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট শেষ পণ্যটি জিএমও/এলএমও (টিকা, বৃদ্ধি হরমোন ইত্যাদি) নয়, (খ) যেখানে শেষ পণ্যটি জিএমও (পোকা, কীটপতঙ্গ বা ভাইরাস ইত্যাদি প্রতিরোধে উন্নত বৈশিষ্ট্যসহ বিদেশি জিনের উদ্ভিদ) ।

(১১) **আধুনিক জীবপ্রযুক্তি**—অর্থ রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো সেল বা অঙ্গাণুর মধ্যে সরাসরি নিউক্লিক এসিড প্রবেশ করানোর মাধ্যমে নতুন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীব বা অণুজীব প্রস্তুতকরণ। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে জীবজগতের শ্রেণিবিন্যাসের অন্তর্গতবিভিন্ন শ্রেণির জীবের মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে শারীরতাত্ত্বিক ও প্রজননগত যে বাধা রহিয়াছে তাহা অতিক্রম করে নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীব তৈরি করা সম্ভব হইয়াছে।

**(১২) ঝুঁকি বিশ্লেষণ**—জীনগত পরিবর্তিত জীবের কারণে পরিবেশ এবং মানব স্বাস্থ্যের উপর যে সকল সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব পড়িতে পারে তা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় নিরূপণের পদ্ধতিই ঝুঁকি বিশ্লেষণ।

(১৩) **পরিবেশে অবমুক্তি**—আবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের বাইরে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন এবং প্রদত্ত শর্তাধীনে জিএমও/এলএমও-এর পরিবেশে অবমুক্তি।

(১৪) **প্রোটোকল**- কার্টাহেনা প্রোটোকল অন বায়োসেফটি (Cartagena Protocol on Biosafety)

(১৫) **আন্তঃদেশীয় চলাচল**—এক দেশ থেকে অন্য দেশে কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব (জিএমও) বা প্রযুক্তির চলাচল বা বিনিময়।

(১৬) **ট্রান্সজেনিক প্রাণি বা উদ্ভিদ**—প্রাণি বা উদ্ভিদ যার বংশগত ডিএনএ-র যোগসূত্র দ্বারা প্যারেন্টাল জার্মপ্লাজম ব্যতীত অন্য কোনো উৎস থেকে পরীক্ষাগারে রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ কৌশল ব্যবহার করে সংযোজিত হইয়াছে।

**পরিশিষ্ট: ক**

## Annex II

Information required concerning living modified organisms intended for direct use as food or feed, or for processing under article 11

(a) The name and contact details of the applicant for a decision for domestic use.

(b) The name and contact details of the authority responsible for the decision.

(c) Name and identity of the living modified organism.

(d) Description of the gene modification, the technique used, and the resulting characteristics of the living modified organism.

(e) Any unique identification of the living modified organism.

(f) Taxonomic status, common name, point of collection or acquisition, and characteristics of recipient organism or parental organisms related to biosafety.

(g) Centres of origin and centres of genetic diversity, if known, of the recipient organism and/or the parental organisms and a description of the habitats where the organisms may persist or proliferate.

(h) Taxonomic status, common name, point of collection or acquisition, and characteristics of the donor organism or organisms related to biosafety.

(i) Approved uses of the living modified organism.

(j) A risk assessment report consistent with Annex III.

(k) Suggested methods for the safe handling, storage, transport and use, including packaging, labelling, documentation, disposal and contingency procedures, where appropriate.

**পরিশিষ্ট: খ**

## Annex III

Risk Assessment

Objective

1. The objective of risk assessment, under this Protocol, is to identify and evaluate the potential adverse effects of living modified organisms on the conservation and sustainable use of biological diversity in the likely potential receiving environment, taking also into account risks to human health.

Use of risk assessment

2. Risk assessment is, inter alia, used by competent authorities to make informed decisions regarding living modified organisms.

General principles

3. Risk assessment should be carried out in a scientifically sound and transparent manner, and can take into account expert advice of, and guidelines developed by, relevant international organizations.

4. Lack of scientific knowledge or scientific consensus should not necessarily be interpreted as indicating a particular level of risk, an absence of risk, or an acceptable risk.

5. Risks associated with living modified organisms or products thereof, namely, processed materials that are of living modified organism origin, containing detectable novel combinations of replicable genetic material obtained through the use of modern biotechnology, should be considered in the context of the risks posed by the non-modified recipients or parental organisms in the likely potential receiving environment.

6. Risk assessment should be carried out on a case-by-case basis. The required information may vary in nature and level of detail from case to case, depending on the living modified organism concerned, its intended use and the likely potential receiving environment.

Methodology

7. The process of risk assessment may on the one hand give rise to a need for further information about specific subjects, which may be identified and requested during the assessment process, while on the other hand information on other subjects may not be relevant in some instances.

8. To fulfil its objective, risk assessment entails, as appropriate, the following steps:

(a) An identification of any novel genotypic and phenotypic characteristics associated with the living modified organism that may have adverse effects on biological diversity in the likely potential receiving environment, taking also into account risks to human health;

(b) An evaluation of the likelihood of these adverse effects being realized, taking into account the level and kind of exposure of the likely potential receiving environment to the living modified organism;

(c) An evaluation of the consequences should these adverse effects be realized;

(d) An estimation of the overall risk posed by the living modified organism based on the evaluation of the likelihood and consequences of the identified adverse effects being realized;

(e) A recommendation as to whether or not the risks are acceptable or manageable, including, where necessary, identification of strategies to manage these risks; and

(f) Where there is uncertainty regarding the level of risk, it may be addressed by requesting further information on the specific issues of concern or by implementing appropriate risk management strategies and/or monitoring the living modified organism in the receiving environment.

Points to consider

9. Depending on the case, risk assessment takes into account the relevant technical and scientific details regarding the characteristics of the following subjects:

(a) **Recipient organism or parental organisms.** The biological characteristics of the recipient organism or parental organisms, including information on taxonomic status, common name, origin, centres of origin and centres of genetic diversity, if known, and a description of the habitat where the organisms may persist or proliferate;

(b) **Donor organism or organisms.** Taxonomic status and common name, source, and the relevant biological characteristics of the donor organisms;

(c) **Vector.** Characteristics of the vector, including its identity, if any, and its source or origin, and its host range;

(d) **Insert or inserts and/or characteristics of modification.** Genetic characteristics of the inserted nucleic acid and the function it specifies, and/or characteristics of the modification introduced;

(e) **Living modified organism.** Identity of the living modified organism, and the differences between the biological characteristics of the living modified organism and those of the recipient organism or parental organisms;

(f) **Detection and identification of the living modified organism.** Suggested detection and identification methods and their specificity, sensitivity and reliability;

(g) **Information relating to the intended use.** Information relating to the intended use of the living modified organism, including new or changed use compared to the recipient organism or parental organisms; and

(h) **Receiving environment.** Information on the location, geographical, climatic and ecological characteristics, including relevant information on biological diversity and centres of origin of the likely potential receiving environment.

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd